দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUN 2012
পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৫

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যোগদান করতে পারছেন না

■ রায়পুরা (নরসিংদী) সংবাদদাতা

রায়পুরা উপজেলায় রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৩৫ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় চূড়ান্ত হওয়ার পরও শূন্যপদ না থাকায় যোগদান করতে পারছেন না। আদৌ পারবেন কিনা এ ধরনের আশ্বাস না পাওয়ায় হতাশায় ভুগছেন তারা। শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এতে রায়পুরা উপজেলার ৪৭টি রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮টি শূন্য পদের বিপরীতে ইউনিয়ন ভিত্তিক মেধাক্রম অনুসারে ১৩৫ জন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়। এর মধ্যে মির্জাপুর ইউনিয়নে ১ জন, রাধানগর ইউনিয়নে ১ জন, চরসুবুদ্ধি ইউনিয়নে ১ জন, মহেষপুর ইউনিয়নে ১ জন, অলিপুরা ইউনিয়নে ৩ জন, শ্রীনগর ইউনিয়নে ২ জন, নীলক্ষা ইউনিয়নে ১ জন, পাড়াতলী ইউনিয়নে ২ জন, চান্দেরকান্দী ইউনিয়নে ১ জন, পলাশতলী ইউনিয়নে ১ জন, আদিয়াবাদ ইউনিয়নে ১ জন, বাঁশগাড়ী ইউনিয়নে ১ জন ও মির্জানগর ইউনিয়নে ২ জনকে শূন্যপদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ১৩টি ইউনিয়নের ১৪টি বিদ্যালয়ের ১৮টি শূন্যপদেই যোগদান সম্পন্ন হয়েছে। শূন্যপদ না থাকায় যোগদানের অপেক্ষায় রয়েছে আরো ১১৭ জন শিক্ষক। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, আগামী ৫ বছরের জন্য করা এ প্যানেল থেকে কোন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষকের পদ শূন্য হলে ইউনিয়নভিত্তিক মেধা তালিকা থেকে বাকিদেরকে নিয়োগ প্রদান করা হবে। কিন্তু আগামী ৫ বছরের মধ্যে সে রকম সুযোগ সৃষ্টি না হলে প্যানেলভুক্ত বাকি ১১৭ জন কি করবেন সে রকম কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। প্যানেল অন্তর্ভুক্ত অনেকেরই সরকারি চাকরির বয়স প্রায় শেষের দিকে। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শরীফ রফিকুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছুই বলতে পারছি না। সরকার যখন যে সিদ্ধান্ত নিবে সেটাই চূড়ান্ত।

শূন্যপদ নেই